তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রধানমন্ত্রী কি কলেজিয়াম পদ্ধতি বিনষ্ট করেছেন?

-অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

বেশ কিছু সরকারি সংস্থার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আশা করা হয় তা নিরপেক্ষভাবে হবে। সরকার হল একটি রাজনৈতিক সত্তা। সরকারি সংস্থায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিয়োগ হলে তা আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। সে কারণে বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম পদ্ধতি চালু আছে। সম্প্রতি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনের বিভিন্ন সদস্য, মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার, অন্যান্য ভিজিল্যান্স কমিশনার, সিআইসি ও বিভিন্ন ইনফরমেশন কমিশনার এবং এখন লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নিয়োগ হবে কলেজিয়ামের মাধ্যমে। এই সব নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজিয়াম গঠিত হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা প্রতিটি কলেজিয়ামের সঙ্গে জড়িত। উপমা হিসেবে বলা যায় এনএইচআরসি। এমন কী রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাও কলেজিয়ামের সদস্য।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ড. মনমোহন সিং-এর কার্যকাল ফুরিয়ে আসছে, তিনি কলেজিয়াম পদ্ধতির যে ক্ষতি করেছেন তা নিয়ে ফিরে দেখার সময় এসেছে। তিনি সরলতার ভাবমূর্তি তুলে ধরলেও আসলে আপাদমস্তক রাজনৈতিক। এনডিএ আমলে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় মাত্র এক বার সংসদের দুই বিরোধী দলনেতা এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী ও ড. মনমোহন সিং এনএইচআরসি-র চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ওই পদে বিচারপতি জে এস ভার্মার নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তির ঘটনা ড. মনমোহন সিং ও তাঁর নেত্রীর কাছে অস্বস্তিকর। কারণ, ওই সময়ে এনএইচআরসি-র চেয়ারম্যান পদে বিচারপতি ভার্মার চেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের আপত্তি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সিভিসি পদে একজন কলঙ্কিত ব্যক্তিকে বসাতে চাইছিলেন। আমার সহকর্মী ও লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ এ ব্যাপারে অসন্তোষ জানান। তাঁর আপত্তিতে সিভিসি-র নিয়োগ ভেস্তে যায়।

লোকপাল আইনে পঞ্চম সদস্যকে মনোনীত করার জন্য চার সদস্যের ক্ষমতা থাকলেও কমিটির সাত সদস্যকে মনোনীত করার এক্তিয়ার নেই। শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ বিশিষ্ট বিচারপতিদের মধ্যে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের বিচারপতি শ্রী মোহন গোপালের নাম প্রস্তাব করেন। তিনি

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এফ এস নরিমান, সোলি সোরাবজি, কে পরাশরণ, হরিশ সালভের নাম প্রস্তাব করেন। এমনকী বিচারপতি এম এন বেঙ্কটচালিহা ও কে কে বেণুগোপালের নাম বিবেচিত হলেও তিনি রাজি ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র পি পি রাও-এর নামই বিবেচনা করতে সম্মত হন। সুষমার স্বরাজের প্রস্তাবিত কোনও নামই বিবেচনা করা হয়নি।

পি পি রাও একজন সম্মানিত ব্যক্তি। পি পি রাও-কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ ও সরকার আর কোনও নাম বিবেচনা করতে সম্মত না হওয়ার ঘটনায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান। কলেজিয়ামে ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রধান বিচারপতি ও তাঁর মনোনীত বিচারপতিকে রাখার উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাবে মতানৈক্য হওয়ায় মনোনীত বিচারপতি হবেন এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁকে সবাই মেনে নিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

অচিরেই ড. সিং-এর প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ ফুরোবে। যে সব সংস্থার তিনি ক্ষতি করেছেন তার মধ্যে কলেজিয়াম পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্র রয়েছে। লোকপাল আইনের খসড়া তৈরিতে জড়িত থাকার সুবাদে আমি চাক্ষুষ করতে পারছি, লোকপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে কত সহজে কলেজিয়াম পদ্ধতি ধ্বংস করা যায়। নিয়োগের আগেই লোকপাল বিনষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।